দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রায়োগিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি গুরুত্বারোপ

মু. মিজানুর রহমান মিজান

সাধারণত যেসব বিষয়ের ওপর ভর করে একটি দেশের শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয় সেসব হলো- রাষ্ট্রীয় দর্শন বা আদর্শ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত অবস্থা, জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাস, মানুষের ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাস, চলমান জীবন ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীর চলমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা, বস্তুগত সম্পদের প্রাপ্ততা, সমাজের সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, মানবিক গুণাবলির বিকাশে মূল্যবোধের চর্চা, ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের রূপরেখা, মানুষের জরুরি ও যুগোপযোগী চাহিদাসহ বিভিন্ন উপযুক্ত সব বিষয়াদি। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো সাধারণ শিক্ষার্থীর বয়স বিচারে স্তরবিন্যাস। যেমন- তিন বছরের বাচ্চা যা শিখবে তা নিশ্চয়ই ছয় বছরের বাচ্চার সমান হবে না, আবার ছয় বছরের শিক্ষার্থীকে যা শেখানো হয় তা কোনোক্রমেই ১৪ বছর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া অনুচিত, যদিও ভিত্তিগত শিক্ষা আজীবনই লোকের শিক্ষার ভিত্তি হয়েই থাকবে। দেখা যায় এর বাইরেও কিছু অপ্রয়োজনীয় অথবা স্বল্পপ্রয়োজনীয় কিছু শেখানো হচ্ছে, এমন সবও বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত। এতে করে কিছু হলেও শিক্ষার্থীর বোঝা হালকা হবে।

ছেলেমেয়েরা যখন তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে তখন তারা মূলত ছয়টি ফরমাল (বাংলা, গণিত, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্ব-পরিচয়, বিজ্ঞান ও ধর্ম) বিষয়ে পড়াশোনা করে। তবে শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, চারুকারু এবং সংগীত নামে আরো তিনটির ওপরও পাঠদানের নির্দেশনা রয়েছে। যখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পা রাখে তখনই তাদের পাঠ্য তালিকায় অতিরিক্ত হিসেবে যোগ হয় বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনা, ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ ও রচনা, একটি ঐচ্ছিক বিষয় (কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান/আরবি/পালি/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা), আইসিটি, চারুকারু এবং শারীরিক শিক্ষা। অর্থাৎ পূর্বের ৯টি, যোগ হলো চারটি, মোট ১৩টি বিষয়। ৯ম-১০ম শ্রেণিতেও একই অবস্থা অর্থাৎ পূর্বের ১১টি, সাথে যোগ হয়েছে আরো দুটি। জানা যায়, এখন জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষায় আইসিটি রেখে বাকিগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে স্কুলের ইন্টার্নাল পরীক্ষার নম্বর বোর্ডে জমা দিতে হবে। আশ্চর্যজনক হলেও এটিই সত্যি যে, দেখা যাবে কোনোরকম পরীক্ষা ছাড়াই অনেকে নম্বর দিয়ে দিবেন যেমনটি হয় বিজ্ঞান শাখার ব্যবহারিক নম্বরের ক্ষেত্রে। এরকম কয়েকটি বিষয় পাবলিক পরীক্ষার মূল পর্ব থেকে বাদ রাখা মানে শিক্ষার্থীদের মাথা থেকে বই কিংবা পাঠ্যসূচির বোঝা কমানো নয় বরং তা বিভ্রান্তিকর।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের কথা চিন্তা করে হলেও পাঠ্যভার কিছুটা কমানো যৌক্তিক, এরা শহুরেদের মতো অতটা অগ্রসর নয় বা অনেক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। প্রশ্ন এসে যায়- পাঠ্য হিসেবে যা অন্তর্ভুক্ত করা আছে তারতো কিছুই ফেলে দেওয়ার মতো নয় বরং গুরুত্ববহ। তবু একটু চোখ খুলে তাকালেই সমাধান বের করে আনা সম্ভব। বিদেশি ভাষার জন্য ব্যাকরণ বাধ্যতামূলক। কিন্তু বিদেশি ভাষার ব্যাকরণে অবশ্যই মাতৃভাষার ব্যবহার করেই শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে। আর বাংলা ভাষা চর্চার জন্য এমন কিছু সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্ববহ গদ্য-পদ্য নির্ধারণ করতে হবে যা দ্বারা সত্যিকার অর্থেই ভাষাজ্ঞান, যুক্তিশীলতা, মননশীলতা, মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতার চর্চা করা সম্ভব হবে, এসব মুখস্ত করার নয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইসিটিকে বিজ্ঞানের ভেতর যোগ করে দেওয়া যায় এবং এর পক্ষে দুটো যুক্তি রয়েছে, ক. আইসিটি এখন এমন একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এ জানতে হলে আলাদা পড়াশোনা করার দরকার নেই এবং খ. এটি উচ্চতর শিক্ষা নয়। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের পরিধিও কমিয়ে আনার পথও খোলা রয়েছে। গণিতেও এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা আছে যা একজন মানুষের বাস্তব জীবনে খুব কমই কাজে লাগে, তাই এসব বাদ রেখে যেসব সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন সেসবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদেরকে প্রায়োগিক পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান সর্বোৎকৃষ্ট। যেমন- পরিমিতি খাতা কলমে শেখানোর পাশাপাশি হাতে-কলমে শেখানো। এটি সৃজনশীল প্রশ্নভীতি দূরে সরাতে সেরা ভূমিকা রাখবে।

শ্রেণি কার্যক্রমের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে প্রতিটির জন্য একঘণ্টা করলে ভালো হয়, যাতে করে অংশগ্রহণমূলক পাঠদানের সুযোগ আরেকটু প্রশস্ত হবে। প্রয়োজনে ওয়ান-টু-ওয়ান অথবা স্মল গ্রুপ ফিডব্যাক পদ্ধতি চালু করতে হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানে পর্যাপ্ততার প্রশ্নে সর্বোচ্চ চেষ্টার এবং যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের বিকল্প নেই। কে জানে শিক্ষানীতির ১: ৩০ শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত অর্জন করা সম্ভব হবে। এত কিছুর পরেও ভালো লাগে যে, বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা খাতের উন্নয়নে খুব আন্তরিক।

শেষের কথা এটাই, পাঠ্যপুস্তক ও বিষয়বস্তুর ভার কমিয়ে প্রায়োগিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক।

● লেখক : শিক্ষার্থী, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা
ই-মেইল: mrm1mizan@gmail.com